তারিখ ২০ APR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য অনড়, শিক্ষকদের আজ গণপদত্যাগ

সিলেট অফিস ▷

বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে পদত্যাগ করেননি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়া। এই কারণে আগে দেওয়া ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদে কর্মরত শিক্ষকরা আজ সোমবার পদত্যাগ করবেন।

গতকাল রবিবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত পদত্যাগের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ সমর্থক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষক পরিষদ। কিন্তু উপাচার্য পদত্যাগ করেননি।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের সঙ্গে 'অসৌজন্যমূলক' আচরণের অভিযোগ এনে বুধবার শিক্ষক পরিষদের এক জরুরি সভায় এই আল্টিমেটাম দেওয়া হয়। ওই দিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদ ছাত্রকল্যাণ ও নির্দেশনা পরিচালক, প্রক্টর, প্রভোস্টসহ বিভিন্ন দপ্তর প্রধানরা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন।

শিক্ষক পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মস্তাবুর রহমান জানান, পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ সকাল সাড়ে ১০টায় সব শিক্ষক প্রশাসন ভবনের সামনে জড়ো হয়ে একযোগে পদত্যাগ করবেন।

পদত্যাগ করতে যাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সেন্টার ফর এক্সিলেন্সের পরিচালক অধ্যাপক মো. ইউনুস, কোয়ালিটি অ্যাসুর‍্যান্সের পরিচালক অধ্যাপক আউয়াল বিশ্বাস, ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর, পরিবহন প্রশাসক, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, সহকারী প্রভোস্ট ও অন্য পদে দায়িত্বপ্রাপ্তরা।

অধ্যাপক মস্তাবুর আরো জানান, পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সেন্টার ফর এক্সিলেন্সের পরিচালক অধ্যাপক ইউনুস জানান, শিক্ষক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এমদাদুল হক বলেন, 'উপাচার্য পদত্যাগ না করায় গ্রুপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি পদত্যাগ করতে যাচ্ছি।' একই বক্তব্য ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম দিপুর।

শিক্ষকদের এমন কঠোর কর্মসূচির পরও পদত্যাগ করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমিনুল হক ভূঁইয়া। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'পদত্যাগ করার মতো কিছু ঘটেনি। তাই পদত্যাগ করব না। আগে উনারা পদত্যাগ করুক তারপর দেখা যাক। তবে আমি চাইব উনাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় সচল রাখতে সবার সহযোগিতার প্রয়োজন।'

প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বর মাসে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় ক্যাম্পাস টানা দুই মাস বন্ধ থাকার পর আবার সচল হলেও এবার শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে আবারও অচলাবস্থার দিকে যাচ্ছে ক্যাম্পাস।